দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 AUG 1994

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

41

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি

গত শনিবার দেশের হাজার হাজার বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমবেত হন এবং চার দফা দাবির ভিত্তিতে অবস্থান ধর্মঘট করার জন্য রাস্তায় বসে পড়েন। বিকালে পুলিশ শিক্ষকদের সরে যেতে বলে, কিন্তু শিক্ষকরা রাস্তা ছাড়েন না। এর পর শিক্ষকদের ওপর শুরু হয় পুলিশের লাঠিচার্জ। পুলিশ সমাবেশের মাইকও কেড়ে নেয়। এর পরিণতিতে প্রেসক্লাবের সামনে কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর হয়।

ঘটনাটি দুঃখজনকই বটে। দাবি আদায়ের জন্য রাস্তাঘাটে বসে পড়ে যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত করা অবশ্যই ঠিক নয় এবং নগরীর রাস্তা লোক ও যানবাহন চলাচলের জন্য মুক্ত রাখা অবশ্যই পুলিশের কর্তব্য। আদেশ অমান্য করলে তারা কর্তব্য পালনের জন্য বল প্রয়োগেও যেতে পারে বৈকি। শিক্ষকরা কি ভেবেছিলেন যে, ঢাকা শহরে মিটিং-মিছিল, সভা-সমাবেশ ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম যেহেতু রাস্তাতেই হয়, বিশেষ করে নগরীর বিশেষ বিশেষ পয়েন্টের রাস্তা জুড়ে যখন প্রায় অহরহ ও অবিরাম চলতে থাকে কোন কোন বিশেষ মহলের সভা-সমাবেশ এবং সে কারণে ব্যস্ত নগরীতে লেগেই থাকে দীর্ঘস্থায়ী যানজট, মনুষ্যজট, তখন প্রেসক্লাবের সামনে তাঁরা বসে পড়লে কি আর দোষ হবে? তাঁরা কি এমনও ভেবেছিলেন যে, দোষ যদি হয়ও শিক্ষক পিটানোর জন্য লাঠি তোলার মতো উদারহস্ত পুলিশরা হবে না? যাক, ভাবুন বা না ভেবে থাকুন, যা ঘটার ছিল ঘটে গেছে। শিক্ষকতা পেশায় জড়িত থাকার কারণে জগতের হাল-হকিকত সম্পর্কে তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় যেটুকু ঘাটতি ছিল এ ঘটনায় তা সম্ভবত পূরণ হয়ে গেছে।

প্রেসক্লাবের সামনে সমবেত এই শিক্ষকরা এসেছেন সারা দেশ থেকে। তাঁদের দাবি চারটি– রেজিস্ট্রেশনকৃত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ, সরকারীকরণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষকদের মাসিক ভাতা পনেরো শ' টাকা প্রদান, অরেজিস্ট্রেশনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের রেজিস্ট্রেশন প্রদান এবং প্রতি বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষককে সরকারী ভাতা প্রদান। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই দাবিগুলোকে অসম্ভব, অযৌক্তিক বা অন্যায়– কোনটাই বলা যায় না। 'দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা' ইত্যাদি শ্লোগানে আজ আমাদের কান ঝালাপালা। প্রায় ১২ কোটি লোক অধ্যুষিত এদেশে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা এখনও ৩০%-এর ওপরে যায়নি। জনসংখ্যাকে সাক্ষরতা দানের প্রধান অবলম্বন এখনও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো। অথচ সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কি-না মাত্র ৫২৮২৩টি। পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণের কার্যক্রম আজও অসমাপ্ত। তার মানে, দুই-আড়াই হাজার মানুষের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তার মধ্যে আবার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৩৭ হাজার ৭৫০টি। বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা ১৫১১৫টি। তন্মধ্যে ৬২৮০টি স্কুলই রেজিস্ট্রেশন বহির্ভূত।

প্রাথমিক বিদ্যালয় তথা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারী মহলের চিন্তা-ভাবনা কি? সরকার না-কি মনে করে যে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ফল ভাল হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পর প্রাথমিক স্কুল সরকারীকরণের যে সিদ্ধান্ত তৎকালীন সরকার নিয়েছিল তা ভুল ছিল। সরকারের না-কি ধারণা, বিশ্ব ব্যাঙ্ক-আইএমএফ-এর পরামর্শ ও চাপে শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রের ন্যায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বেসরকারীকরণ হলে সুফল দেখা দেবে। মোকাম্মেল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দু'হাজার সাল নাগাদ না-কি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং বিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনারও বিকেন্দ্রীকরণ হবে। সরকারী না-কি মনে করে যে, বর্ধিত ও নিশ্চিত বেতনভাতা সরকারী স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান নামিয়ে দিয়েছে, পক্ষান্তরে বেসরকারী স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান ভাল। এখানে বেসরকারী স্কুল বলতে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়ানো ১৫ হাজার বেসরকারী (রেজিস্ট্রেশনযুক্ত ও বহির্ভূত) স্কুলকে বোঝানো হয়েছে কি-না সন্দেহ। কারণ, বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক স্কুলের একজন শিক্ষক বর্তমানে ভাতা পান মাসে মাত্র ৫০০ টাকা। এই ভাতা যে শিক্ষক পান তাঁর পক্ষে সরকারী স্কুলের শিক্ষকের চাইতে উন্নততর শিক্ষাদান কিভাবে সম্ভব? রেজিস্ট্রেশন বহির্ভূত স্কুলগুলোর শিক্ষকদের কথা না বলাই ভাল। আজকের দিনে তাঁরা বেঁচে থাকেন কিভাবে সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ১৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী শিক্ষকরা হিমালয় প্রমাণ বাধার সম্মুখীন। তবে আমরা মনে করি, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে সরকার এই ১৫ হাজারের, বেশি স্কুল সরকারীকরণ না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেও এগুলোর সরকারীকরণ ত্বরান্বিত করা এবং সেই ভিত্তিতে অবস্থান ধর্মঘটরত প্রাথমিক শিক্ষকদের সাথে একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব কি-না তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে ভেবে দেখা উচিত।